গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩২ সংখ্যা | ৭ মে ২০২১ | www.ganadabi.com | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা দিতে হবে

দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

কোভিড সংক্রমণ রুখতে ভারতের সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে টিকা দাবি করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, ৪৫ অনূর্ধ্বদের করোনা টিকা পেতে হলে চড়া দাম দিতে হবে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণা জনগণের উপর এক মারাত্মক আঘাত। এই ঘোষণা অসংখ্য দরিদ্র ভারতবাসীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

কোভিড অতিমারির প্রথম ঢেউয়ের সময়ে এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ‘নমস্তে ট্রাম্প’ উৎসবে মেতেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এই প্রধানমন্ত্রীই বিনামূল্যে টিকার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, টিকার জন্য অর্থসংস্থানে কোনও সমস্যা হবে না। ভারতের মতো দেশে যেখানে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষকে একবেলার পেটভরা খাবার জোগাড় করতে নিত্যদিন লড়াই করতে হচ্ছে, সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে সরকার কী করে এমন ঘোষণা করতে পারল! অতিমারির প্রথম ঢেউয়ের পরে দেশের চিকিৎসা পরিকাঠামোর ঘাটতিগুলি দূর করার জন্য সরকার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল, কিন্তু তারা কিছুই করেনি।

অতিমারি পরিস্থিতিতে দেশের জনসাধারণ, বিশেষত মেহনতি মানুষ যখন চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত, তখন প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা নির্বাচনী প্রচারের জন্য নিত্যদিন আকাশপথে যাতায়াত করতে গিয়ে কী ভাবে শত শত কোটি টাকা খরচ করলেন, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। এখন এই প্রধানমন্ত্রীই নির্লজ্জভাবে সরকারের সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জনগণের প্রাণের দায়িত্ব তাদের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই ঘোষণা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং তাদের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। সরকারের কাছে পুনরায় আমাদের দাবি— দেশের সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা দিতে হবে।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায়

মোদি সরকারের ক্রিমিনালসুলভ অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত দেশ। এই লেখা তৈরির সময়ে দেশে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট বলছে, গোটা বিশ্বে করোনা আক্রান্তের প্রায় অর্ধেক ভারতের বাসিন্দা এবং মোট মৃতের ২৫ শতাংশই এ দেশের।

সর্বত্রই এখন রোগের ব্যাপক সংক্রমণ, মৃত্যুর হাহাকার আর রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পরিজনদের মরিয়া প্রচেষ্টা নজরে পড়ছে। গোটা দেশ আজ অতিমারির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত। কখন অসুস্থ হওয়ার পালা আসে— আতঙ্কিত মানুষ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল না থাকায় বেড মিলছে না মুমূর্ষু রোগীদের। মিলছে না ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকুও। ওষুধ নিয়ে চলছে কালোবাজারি। শ্মশানে, কবরস্থানে মৃতদেহের সারি। জ্বলছে গণচিতা। গাদাগাদি করে মৃতদেহ বয়ে আনছে অ্যাম্বুলেন্স। শবদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে রাস্তার কুকুর। শুধু সাধারণ মানুষ নন, মারা যাচ্ছেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরাও। দ্রুত রোগের প্রকোপ কমাতে প্রয়োজন ছিল যে ব্যাপক টিকাকরণের, সেই কাজও চলছে নিতান্তই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, প্রায় না-চলার মতো করে।

কেন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি? এমন যে হতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের তা জানা ছিল না, এমন তো নয়! বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা অনেক আগেই সতর্ক করেছিলেন— অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ আসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রশাসনের উঁচুতলার অফিসাররা জানিয়েছেন, জানুয়ারি থেকেই সংক্রমণ বাড়ছে বলে সরকারকে সতর্ক করার কাজ তাঁরা শুরু করে দিয়েছিলেন। অথচ দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সে কথায় আদৌ গুরুত্ব দেয়নি। এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল জরুরিকালীন ভিত্তিতে দ্রুত হাসপাতালগুলির বেড বাড়ানো, অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল তৈরি করা, পর্যাপ্ত সংখ্যায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা, প্রয়োজনীয় পরিমাণ

পাঁচের পাতায় দেখুন

কোভিডে মৃতদের গণচিতা

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জয়ী বাংলার মানুষের চেতনা

এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রকৃত অর্থে জয়ী হয়েছে বাংলার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চেতনা। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, ক্ষমতার দম্ভ, অর্থের ঔদ্ধত্য, জনবিরোধী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ সচেতন ভাবে তাঁদের রায় দিয়েছেন। এই রায়ের দ্বারা প্রমাণ হল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু হয়ে একদিকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, অন্য দিকে ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, দেশবন্ধু, নেতাজি প্রমুখের চিন্তা ও কর্মে সমৃদ্ধ নবজাগরণের চেতনা, স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা আজও বাংলার মানুষ তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে বহন করে চলেছে। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলের শাসনে তাদের কার্যকলাপ এর অনেক ক্ষতি করতে পারলেও আজও যা অবশিষ্ট রয়েছে তা দিয়েই বাংলার মানুষ বিজেপির মতো একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং শক্তিশালী ফ্যাসিস্ট শাসক শক্তিকে রুখে দিতে পেরেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই রায় সারা দেশে বাংলার মানুষের উদারবাদী মানসিকতাকে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবকে মর্যাদার সঙ্গে উঁচুতে তুলে ধরেছে।

অথচ বিজেপি তো কম চেষ্টা করেনি। বাংলার শাসনক্ষমতার দখল নিতে সে কার্যত তার সব শক্তি নিয়োগ করেছিল। গোটা সংগঠনকে সে এই নির্বাচনে নামিয়ে দিয়েছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি রাজ্যের নির্বাচনে জিততে শত কোটি টাকার বিমান খরচ করে নিত্যযাত্রীর ভূমিকা নিচ্ছেন, যা নজিরবিহীন। তাঁরা ছাড়াও তাঁদের নানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা, সর্বভারতীয় পদাধিকারীরা অজস্র সভা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ সব নেতারাই একদিকে যেমন প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন, তেমনই প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার তুলে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানো। তাঁরা প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় দেশভাগের স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তুলেছেন, ‘ছোট ছোট পাকিস্তানের’ কথা বলেছেন, সংখ্যালঘুদের ঘাড় ধরে

চারের পাতায় দেখুন

কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দলমত নির্বিশেষে জনগণকে চাপ সৃষ্টির আহ্বান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন

এ রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী যে হিংসাত্মক ঘটনা দেখা যাচ্ছে, যে দলই তাতে যুক্ত থাকুক, অবিলম্বে তা বন্ধ হওয়া দরকার। বর্তমান কোভিডের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানুষের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই সকল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের কর্তব্য। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের অপরাধমূলক অবহেলার জন্যই সৃষ্ট এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলমত নির্বিশেষে জনগণকে একদিকে কেন্দ্রের উপর চাপ তৈরি করতে হবে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য,পাশাপাশি রাজ্য সরকারও যাতে তার দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা সেই দাবিও তুলতে হবে।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ১৬ এপ্রিল রাতে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। কোভিড-আক্রান্ত কমরেড সিংহকে সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষা করা গেল না বহু আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধসর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে উদ্বুদ্ধআমৃত্যু বিপ্লবী, দলের কর্মী-সমর্থক সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় অসাধারণ চরিত্রের এই মানুষটিকে। ১৭ এপ্রিল হাসপাতালে তাঁর মরদেহে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে এবং পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পলিটবুরো সদস্য ও এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড শঙ্কর সাহা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্তের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। এ ছাড়াও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

কমরেড অচিন্ত্য সিংহের জন্ম বীরভূম জেলার মুরারই-১ ব্লকের কনকপুর গ্রামে। যদিও ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র অচিন্ত্য সিংহ জঙ্গিপুর কলেজ থেকে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়তে এসেছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তিধারায় কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জঙ্গিপুরেই কমরেড শিবপূজন সোনারের মাধ্যমে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তথা এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ- কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ছাত্রাবস্থাতেই সিদ্ধান্ত নেন দেশের শোষিত নিপীড়িত গরিব মেহনতি মানুষের শোষণমুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবের স্বার্থে নিজের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করবেন এবং এই সময় থেকেই তিনি সংগঠন বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৬৬ সালে কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর একের পর এক শ্রমিক ও চাষি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। সেই সময় ফারাক্কা থেকে ফিডার ক্যানেল তৈরির কাজ করছিল তারাপুর কোম্পানি। সেখানে শ্রমিকদের ওপর মালিকি জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। পালন করেন নেতৃত্বের ভূমিকা। জঙ্গিপুরে খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের ঘেরাটোপে চলে গিয়েছিলেন একবার। আন্দোলনকারী ছাত্ররা তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে। রঘুনাথগঞ্জে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের নামাঙ্কিত বিশাল এক মাঠে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। দুষ্কৃতীবাহিনি উঠেপড়ে লাগে সেই 'ম্যাকেঞ্জি কলোনি' উচ্ছেদ করতে। প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। নেতৃত্ব দেন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে। বহরমপুর শহরে সেইসময়কার এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী তথা রাজনৈতিক নেতার হুমকি ও সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে অসমসাহসী লড়াই করে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ সংগঠিত করেন দর্জি শ্রমিকদের। মালিকি জুলুমের বিরুদ্ধে কমরেড সিংহের নেতৃত্বে আওয়াজ তোলে দর্জি শ্রমিক সংগঠন। তীব্র আন্দোলনের চাপে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকরা বাধ্য হয় শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে। মালিকের অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ সংগঠিত করেন বিড়ি শ্রমিকদের। মুর্শিদাবাদে গড়ে ওঠে বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল তৈরির দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয়। সরকার দাবি মেনে বহরমপুর শহরে হাসপাতাল গড়ার নির্দেশ দেয়। কমরেড অচিন্ত্য সিংহের নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকরা দাবি তোলেন, তাঁদের কর্মস্থল ঔরঙ্গাবাদেই হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। তীব্র আন্দোলনের চাপে সেই দাবি আদায় হয়— ঔরঙ্গাবাদেই তৈরি হয় হাসপাতাল। সংগঠিত করেন মোটর শ্রমিকদের। জেলার মোটর শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সমন্বয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন। ফারাক্কা ব্রিজ তৈরির জন্য হাজার হাজার একর ফসলি জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল, আটকে গিয়েছিল নদীপথ। এর বিরুদ্ধেগ্রামে গ্রামে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ গড়ে তুলেছিলেন কয়েকশো গ্রাম কমিটি। সংগঠিত করেছিলেন উত্তাল গণআন্দোলন। পরবর্তী সময়ে জোতদারদের হাত থেকে ভাগচাষি ও ছোটচাষিদের রক্ষা করতে তিনি অসাধারণ সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন জেলার চাষি আন্দোলনগুলিতে। জেলার জঙ্গিপুর মহকুমায় তাঁর নেতৃত্বে সেই সময় একের পর এক উত্তাল চাষি-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন আনসারুল আহসান ও সীতারাম মণ্ডল নামে বংশবাটি ও ধনপতনগর গ্রামের দুই কৃষক। দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক সেই আন্দোলনে শেষপর্যন্ত পরাজিত হয় জোতদাররা। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার ছোট-বড় অসংখ্য গণআন্দোলনের পাশাপাশি কমরেড অচিন্ত্য সিংহ বাসভাড়া প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কাটরা মসজিদ ভাঙার সময় তিনি পালন করেন এক ইতিহাসিক ভূমিকা।

দলের সংগঠন বিস্তার এবং শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে তুলতেই জেলার লেখক-কবিদের নিয়ে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ পত্তন করেন ঝড় গোষ্ঠীর। প্রকাশ শুরু হয় 'ঝড়' পত্রিকার। ১৯৬৮ সালের ১১ জুন জঙ্গিপুর সদরঘাটে শ্রমমন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ১০ পয়সা দিয়ে প্রথম সংখ্যাটি কিনে পত্রিকাটির উদ্বোধন করেন। প্রথম দুটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন শিশির সাহা, প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। তার পর থেকে আমৃত্যু কমরেড সিংহই ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। শুরুর দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত ঝড় পত্রিকা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধেআমজনতার স্বার্থ রক্ষায় অক্লান্ত ভূমিকা নিয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনবদ্য লেখনীর কথা বলতে হয়। কাব্য ও সাহিত্যপ্রেমী এই মানুষটির সাহিত্যজগতে ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর লেখায় ক্ষুরধার যুক্তির সঙ্গে মিশে থাকত শোষিত মেহনতি মানুষের জন্য অন্তরের দরদ।

শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভালো থাকা-মন্দ থাকার বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন। এ নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনও অনুযোগ-অভিযোগ কখনও কেউ শোনেননি। তরুণ বয়সে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দিতেই চোখে পড়ে গিয়েছিলেন এক কোম্পানি-মালিকের। তাঁর মেধা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ মালিক বিরাট অঙ্কের বেতন দিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। দিতে চান গাড়িও। সেইসব প্রলোভন হেলায় জয় করে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ সারা জীবন শ্রমিক কৃষক দলীয় কর্মী সাধারণ মানুষের মাঝে নিতান্ত সাধাসিধে জীবন কাটিয়েছেন হাসিমুখে। নিদারুণ দারিদ্র্যে বহু সময় অনাহারে অর্ধাহারে থেকেছেন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যারা। কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু দলের কাজ ছেড়ে পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থ রোজগারের পথে হাঁটেননি কমরেড অচিন্ত্য সিংহ।

মানুষ হিসেবে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের। কোনও কারণে নেতৃত্বের কিংবা ছোট-বড় যে কোনও কমরেডের প্রবল সমালোচনার সামনে পড়লেও তাঁর মুখের মিষ্টি হাসিটি মিলিয়ে যেতে দেখা যায়নি কখনও। তাঁদের কারও প্রতি বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ, মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া বা পাল্টা সমালোচনা করা— কোনও দিনই এ সব তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি এবং হিন্দিতে অত্যন্ত মনোগ্রাহী ভাষণ দেওয়ার দক্ষতা ছিল তাঁর আয়ত্তে। তিনি ছিলেন দলের কর্মী-সমর্থকদের নিতান্ত আপনজন। যে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে মন খুলে কথা বলতে পারত, মুখের ওপরে বিনা বাধায় সমালোচনা করতে পারত তাঁর। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই মানুষটি সংগঠিত করেছিলেন সরকারি কর্মচারীদেরও। তাঁদের সংগঠন জেপিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন তিনি। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও স্কিম ওয়ার্কারদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। সংগঠিত করেছেন চা শ্রমিকদের। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেও জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন চা-শ্রমিক সংগঠনের কাজে।

শারীরিকভাবে বিরাট এক প্রতিবন্ধকতা ছিল তাঁর— ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি প্রায় সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু কাজকর্ম বা চলাফেরায় সেই প্রতিবন্ধকতার এতটুকু ছাপ পড়তে দেননি আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটি।

আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড অচিন্ত্য সিংহের প্রয়াণে দল হারালো একজন দক্ষ সংগঠক এবং উদার মন ও অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী এক সংগ্রামী নেতাকে। দেশের মানুষ হারালো তাদের আন্দোলনগুলির নির্ভরযোগ্য এক পথপ্রদর্শককে।

কমরেড অচিন্ত্য সিংহ লাল সেলাম

ত্রিপুরায় বাসভাড়া বাড়াল বিজেপি সরকার

প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার চড়া হারে বাসভাড়া বাড়িয়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসইউসিআই(সি) ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি ২৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছে, করোনার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ একদিকে আতঙ্কিত, অন্য দিকে তারা রুজি-রোজগারহীন অবস্থায় এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে দিশেহারা। শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা বর্তমান সময়ে সরকারের প্রধান কর্তব্য হওয়ার কথা ছিল। অথচ জনসাধারণের জীবন রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করার পরিবর্তে সরকার তাদের উপর ২৫ শতাংশ বাসভাড়া বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিল। এমনিতেই কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রী পরিবহণ করা হচ্ছে না। পরিবহণ মালিকদের যদি লোকসান হয় তার বোঝা জনসাধারণ বহন করবে কেন? সরকার শুল্ক কমিয়ে অথবা ভরতুকি দিয়ে পরিবহণ মালিকদের পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাস সরবরাহ করুক। দলের দাবি, অবিলম্বে পরিবহণের ভাড়া ২৫ শতাংশ বৃদ্ধিকরার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, পেট্রল-ডিজেল-গ্যাসের উপর ট্যাক্স কমাতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারা রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

আমরা বাম ঐক্য চাই ভোটের স্বার্থে নয়
জঙ্গি শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য
সি পি আই (এম) পার্টি কংগ্রেসে কমরেড প্রভাস ঘোষ

সিপিআই(এম) পার্টি কংগ্রেসে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে সিপিআই(এম)-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাট

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ১৪-১৮ এপ্রিল সি পি আই (এম)-এর ২১তম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নের বক্তব্য রাখেন। গণদাবীর ৬৭ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১ মে ২০১৫ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। বক্তব্যটি বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক মনে করে তা পুনরায় প্রকাশ করা হল ঃ

কমরেড সভাপতি, সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাট ও সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ ও কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ,

আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আপনাদের পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের দলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

কমরেডস, দেশের এক অভূতপূর্ব সংকটকালে আপনাদের পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দল হওয়ার সুবাদে এই কংগ্রেসে আপনাদের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী কালে তা কার্যকর করার উপর দেশের বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করে।

দীর্ঘদিন আগে মহান লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদ একদা গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছে সে আমলাতন্ত্র ও সমরবাদের উপরই বেশি নির্ভরশীল। মহান স্ট্যালিন তাঁর জীবনাবসানের কিছুকাল আগে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম সম্মেলনে বলেছিলেন, বুর্জোয়ারা উদার গণতন্ত্রের পতাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা বর্তমানে দেখছি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বাস্তবে নির্লজ্জ ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। বহুঘোষিত স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন মস্ত বড় প্রতারণা। ভোটের রায় জনগণ নির্ধারণ করে না, করে বুর্জোয়ারাই। শাসক বুর্জোয়ারাই তাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সেবাদাসকে বেছে নেয়, নির্বাচনের নামে সরকারে বসায়, পুনর্বার বসায়, আবার প্রয়োজনে এক-জনকে সরিয়ে অপরকে বসায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শেষ অবশিষ্টাংশও অবলুপ্ত। বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল অগ্রসর ও পশ্চাদপদ দেশেই অন্ধকারময় ফ্যাসিবাদ নানা রূপে ও নানা মাত্রায় বিরাজ করছে।

ফ্যাসিবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য— পুঁজির কেন্দ্রীভবন বা ক্রমবর্ধমান একচেটিয়াকরণ, শাসন বিভাগ ও আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং দেশের মানুষের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে— অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত দিকগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে— যান্ত্রিক ও ছাঁচে ঢালা চিন্তাপদ্ধতির বিস্তার। ফ্যাসিবাদের এই সব বৈশিষ্ট্যই আমাদের দেশে বিদ্যমান। শাসক বুর্জোয়াদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখেই গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপিকে আনা হয়েছে। একদিকে নৃশংস বুর্জোয়া আর্থিক শোষণ ও দানবীয় রাজনৈতিক নিপীড়ন অব্যাহত রাখা ও তা আরও তীব্র করায় সাহায্য দেওয়ার জন্য এবং অন্য দিকে দেশে যে ফ্যাসিবাদের প্রক্রিয়া চলছে তাকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বিজেপি দায়বদ্ধ।

আপনারা সম্ভবত জানেন, বিশ্বে যে সময় রম্যাঁ রলাঁ, আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা হিটলারের নিন্দায় মুখর ছিলেন, তখন এই ভারতে একজন, সংঘ পরিবারের 'গুরুজি' বা পথপ্রদর্শক এম এস গোলওয়ালকর হিটলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছিলেন, ইহুদিদের বিতাড়ন করে জার্মান জাতিকে বিশুদ্ধ করে ভারতে হিন্দুদের বিশুদ্ধ করার পথ হিটলার দেখিয়েছেন। তিনি ভারতের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন যেহেতু তা হিন্দু জাতীয়তার ভিত্তিতে সংগ্রাম ছিল না এবং কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

এই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার বহন করছে বিজেপি। আদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজেপি ভয়ানক আক্রমণ চালাচ্ছে। প্রাচীন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতিকে তারা জাগিয়ে তুলছে, উৎসাহ দিচ্ছে। তারা হাস্যকর দাবি করছে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল সত্যই নাকি প্রাচীন হিন্দু ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারা বিজ্ঞানের পরিবর্তে পুরাকাহিনীকে স্থান দিচ্ছে এবং ইতিহাসকে বিকৃত করছে এবং তদনুযায়ী স্কুলে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম নতুন করে লিখছে। যার উদ্দেশ্য হিন্দু উগ্র দম্ভ ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাদকে খুঁচিয়ে তোলা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবোধকে ধ্বংস করে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহিত করা। এ এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ। একদিকে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মদত দিচ্ছে এবং নিজেরাও দাঙ্গা লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে শোষিত জনগণকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলায় বাধা দেওয়া যায় ও একই সাথে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা যায়। এই হচ্ছে তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা।

পুঁজিবাদের স্বার্থে তারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত রকম মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতাকে ধ্বংস করছে। তারা তরুণ প্রজন্মের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। এই যে বর্তমানে দেশে ইভটিজিং, ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও খুন, এমনকী শিশুকন্যাদের ও বৃদ্ধা রমণীর ধর্ষণও ভয়াবহভাবে দ্রুত বাড়ছে, তা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এই কি আমাদের সেই দেশ যেখানে একদিন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মণ্যম ভারতী জন্মগ্রহণ করেছিলেন? দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়।

এ কথাও উল্লেখ্য যে, ভারত রাষ্ট্র একটি উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া, ভারত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে আরও ফিনান্স পুঁজি ও পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে চলছে, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করছে। আবার আমেরিকার সঙ্গে দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াবার জন্য 'ব্রিকস' জোটের সদস্য হয়ে রয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতি দাবি করছে আজ ভারতের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী, জঙ্গি বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং পাশাপাশি আরএসএস-বিজেপির ভয়াবহ আদর্শগত-সাংস্কৃতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

বামপন্থীদের ঐক্যের প্রশ্নে আমি কমরেড প্রকাশ কারাটের সঙ্গে একমত। কিন্তু এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আমি সিপিআই-এর কংগ্রেসেও তুলেছিলাম। কারা বামপন্থী ও সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ, কারা গণতান্ত্রিক? এই বিষয়ে জনমনে ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে। এ সম্পর্কে বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে কোনও ভাসাভাসা ধারণা বা ধোঁয়াশা চলতে পারে না। মার্কসবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও যেসব দল নিজেদের মার্কসবাদী হিসাবে গণ্য করে তাদেরকেই বামপন্থী বলে ধরতে হবে। কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক, প্রাদেশিকতাবাদী (parochial), বর্ণবাদী (casteist) দল ও গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধতা করে, কিন্তু শুধুমাত্র সে কারণেই তারা সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ইউরোপ থেকে বিশেষত ইউরোপীয় নবজাগরণ তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে এসেছিল। দর্শনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোনও রকম অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতি, কেবলমাত্র প্রকৃতি ও বস্তুময় বিশ্বের স্বীকৃতি। রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে। রাষ্ট্র কোনও ধর্মকে যেমন উৎসাহ দেবে না, ধর্ম চর্চায় হস্তক্ষেপও করবে না। ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস হিসাবে থাকবে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবভীত জাতীয় বুর্জোয়ারা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপস করেনি, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ধর্মের সাথেও আপস করেছে এবং সকল ধর্মের প্রতি উৎসাহ দানকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে প্রচার করেছে, যা আসলে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা। গণতান্ত্রিক দল বলতে তাদেরই বোঝায় যারা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে চলে, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা করে ও বামপন্থাকে সমর্থন করে এবং সরকারে থাকুক বা না থাকুক মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে উৎসাহিত করে। বাম-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ঐক্যের নাম করে, শুধুমাত্র নির্বাচনী স্বার্থের কথা ভেবে কোনওরকম জগাখিচুড়ি জোট চলতে পারে না।

আমার মনে পড়ে বামপন্থী আন্দোলনের

সাতের পাতায় দেখুন

কারা বামপন্থী ও সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ, কারা গণতান্ত্রিক? এই বিষয়ে জনমনে ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে। এ সম্পর্কে বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে কোনও ভাসাভাসা ধারণা বা ধোঁয়াশা চলতে পারে না। মার্কসবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও যেসব দল নিজেদের মার্কসবাদী হিসাবে গণ্য করে তাদেরকেই বামপন্থী বলে ধরতে হবে। কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক, প্রাদেশিকতাবাদী, বর্ণবাদী দল ও গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধতা করে, কিন্তু শুধুমাত্র সে কারণেই তারা সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। ... দর্শনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোনও রকম অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতি, কেবলমাত্র প্রকৃতি ও বস্তুময় বিশ্বের স্বীকৃতি। রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে।

জুটমিল খোলার দাবিতে
মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এ আই ইউ টি ইউ সি-র

করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এই সংকটগ্রস্ত পরিস্থিতিতে রাজ্যে নতুন করে ছ'টি চটকলে মালিকরা কাঁচাপাটের অভাবের অজুহাতে একতরফাভাবে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে কারখানাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। এর আগে থেকেই ৫টি জুটমিল মালিক দীর্ঘদিন যাবৎ নানা অজুহাতে বন্ধ করে রেখেছে। আরও কিছু চটকল অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার চটকল শ্রমিক কাজ হারিয়ে দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শ্রমিক অসন্তোষ সর্বত্র ফেটে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে বন্ধ চটকলগুলি খোলার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাঁচাপাটের অভাবের বিষয়টি খতিয়ে দেখে মিলগুলিতে কাঁচাপাটের নিশ্চিত জোগানের ব্যবস্থাও করা দরকার। কোনও কোনও বছর কাঁচাপাটের অভাব হতেও পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক, জুট কমিশনারের বাংলাদেশ থেকে কাঁচাপাটের আমদানি করে ঘাটতি মেটানোর কথা এবং আগে থেকেই তার পরিকল্পনা করার কথা। কিন্তু তা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের জুট কমিশনই কাঁচাপাটের উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে। কাঁচাপাটের মজুতদারি এবং কালোবাজারিও রুখে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এর ফলেও বিভিন্ন চটকলে কাঁচাপাটের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে চটকল শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ২৭ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র দেয় এআইইউটিইউসি। দাবিগুলি হল— বন্ধ চটকলগুলি খুলে সমস্ত শ্রমিকদের কাজ পাওয়া নিশ্চিত করা এবং মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতাকে বন্ধ করা, কাঁচাপাটের মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধ করাএবং মজুতদার ও কালোবাজারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, চটকল মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটির টাকা লুঠ এবং দেশের প্রচলিত শ্রম আইন লংঘন অবিলম্বে বন্ধ করা, করোনা-স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চটকলগুলি চালু রাখতে হবে এবং চটকলগুলিতে শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

জয়ী বাংলার মানুষের চেতনা

একের পাতার পর

সীমান্ত পার করে দেওয়ার কথা বলেছেন, তাঁরা জয়ী হলে উত্তরপ্রদেশের মতো এ রাজ্যেও 'অ্যান্টি-রোমিও' পুলিশের কথা, লাভ জিহাদ আইন তৈরির কথা বলেছেন। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপির সাত বছরের শাসন এবং রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি শাসনের অভিজ্ঞতা এতই তিক্ত ও মর্মান্তিক যে, বিজেপি নেতাদের এই শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি কিংবা তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার কোনও কিছুই মানুষের বিচারবুদ্ধিকে গুলিয়ে দিতে পারেনি। বিজেপির হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের রাজনীতিকে বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।

মানুষ ভুলতে পারেনি এক বছর আগেকার সেই রাতারাতি লকডাউন ঘোষণার কথা, যা লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনকে নরক করে তুলেছিল। সন্তান কাঁধে নিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রীর হাত ধরে সেই হাজার হাজার কিলোমিটার পথ হাঁটার কষ্টের কথা কি মানুষ ভুলতে পারে! ভুলতে পারে কি পথশ্রমে, খিদে-তেষ্টায় ক্লান্ত শ্রমিকদের সেই পথেই প্রাণত্যাগের ঘটনা! লকডাউনে কাজ হারিয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। ভিক্ষার মতো কয়েক মাস রেশন দিয়েই তা বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। কর্মহীন, অন্নহীন, চিকিৎসাহীন মানুষ যখন বাঁচার আশায় সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করে চলেছে তখন প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত থেকেছেন হাজার হাজার কোটি টাকা খরচে রামমন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিপুজোয়। বিজেপি নেতারা নিশ্চয় ভেবেছিলেন ধর্মের জিগির তুলে তাঁরা মানুষকে খিদের কথা ভুলিয়ে দিতে পারবেন। বাস্তবে পারেননি। করোনা মহামারিতে মানুষ যখন দেশজুড়ে প্রতিদিন হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছে, হাসপাতালে বেড পাচ্ছে না, অক্সিজেন পাচ্ছে না, ভ্যাক্সিনের সরবরাহ নেই— মানুষ দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে ফিরে আসছে, দিল্লি সহ সর্বত্র গণচিতা জ্বলছে তখন প্রধানমন্ত্রী দিল্লি সাজাতে তাঁর সাধের প্রকল্প 'সেন্ট্রাল ভিস্টা' সফল করতে কুড়ি হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন। মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই অমানবিকতাকে ঘৃণা করেছে, দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছে, মনুষ্যত্বের অপমান বলে মনে করেছে।

মানুষ যখন রোজগারহারা হয়ে কার্যত দিশেহারা তখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাগাতার গ্যাসের দাম, কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছে, ডিজেল-পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, এমনকি নির্বাচন চলার সময়েও সারের দাম দ্বিগুণ করে দিয়েছে। নিম্নবিত্ত, অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের অনেকেরই একমাত্র অবলম্বন স্বল্পসঞ্চয়ের সুদকে তলানিতে নিয়ে গেছে। সরষের তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম লাফিয়ে বেড়েছে, অথচ সরকার চুপ করে থেকেছে। বিজেপি সরকারের কৃষিনীতি কার্যত গোটা কৃষিব্যবস্থাটিকে একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার দাসখত। তার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদকে সরকার অবজ্ঞা করেছে, নির্মম ভাবে দমন করেছে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। দেশের বেশির ভাগ অংশ কৃষকরা এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ সরকারের অমানবিক, অগণতান্ত্রিক আচরণকে একেবারেই ভাল ভাবে নেয়নি। বিজেপি সরকার যে শিক্ষানীতি নিয়েছে তারও একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষাকে পুঁজিপতিদের হাতে মুনাফার পণ্য হিসাবে তুলে দেওয়া। মানুষ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত হয়েছে। বিজেপি সরকার কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেনি। দেশ ছেয়ে গেছে কর্মহীন যুবক-যুবতীতে। বিজেপির বিরুদ্ধে পিএম কেয়ার্স ফান্ড, নির্বাচনী বন্ড, যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে দুর্নীতির এত অভিযোগ উঠেছে যে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তোলা তাদের অভিযোগগুলি সত্যি হলেও মানুষের কাছে তা গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। বিজেপি নেতাদের প্রতিদিন হেলিকপ্টার, বিমানে যাতায়াত, ফাইভ স্টার হোটেলের বিলাসবহুল জীবন, অর্থ এবং বৈভবের চোখধাঁধানো প্রকাশ দেখে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই সব নেতাদের নিজেদের দুঃখময় জীবনের সহমর্মী বলে ভাবতে পারেনি। বিজেপির আইটি সেল সোসাল মিডিয়ায় মিথ্যা প্রচারের ঝড় তুলেছে। হাজার হাজার কোটি টাকার বিজ্ঞাপনে মানুষের মুখ ঢেকে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ কার্যত বিজেপিকেই সব দিক থেকে সুবিধা করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও তারা ইচ্ছামতো কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের শাসক দল হিসাবে বিজেপির দাপট কিংবা তাদের নেতাদের বিলানো ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার আফিম বাংলার মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। অথচ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও মানুষের ক্ষোভ কম ছিল না। তা সত্ত্বেও বাংলার মানুষের চেতনা তাকে বিবেচনায় ভুল করতে দেয়নি।

আপাতত মানুষের রায় ফ্যাসিস্ট শক্তিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে গেছে, এটা ভাবা ভুল। পুঁজিপতি শ্রেণি নিজের স্বার্থে এদের বাঁচিয়ে রাখবে এবং আবার সামনে আনার চেষ্টা করবে। নির্বাচনী দীর্ঘ প্রচারে কম বিষ ছড়াননি বিজেপি নেতারা। সেই বিষ পরিষ্কার করার দায়িত্ব সচেতন মানুষকেই নিতে হবে। তার জন্য আদর্শগত ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে বিজেপিকে নীতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মেহনতি মানুষের ধর্ম একটাই, জাত একটাই— তারা শোষিত। রুটি-রুজির সংগঠিত আন্দোলনে, শোষণ-নিপীড়ন, বেকারি-গরিবির বিরুদ্ধে, শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নেওয়া মানুষের তাই কোনও ধর্ম হয় না, জাত হয় না, বরং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পারে তার অধিকার ছিনিয়ে আনতে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলার বেহালা আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কমরেড স্বপন রায় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৯ এপ্রিল ভোররাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়াও দলের বেহালা, বড়িশা ও সরশুনা অঞ্চলের বহু কর্মী-সমর্থক তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন।

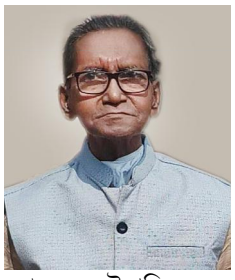

তাঁর মরদেহ প্রথমে তাঁর হাতে গড়া 'অধ্যয়ন'-এ নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর মরদেহ বেহালা-পূর্ব পার্টি অফিসে আনা হলে কমরেডরা রক্তপতাকা নিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষ থেকে মাল্যদানের পর আঞ্চলিক সম্পাদক সহ জেলা কমিটির সদস্য ও ফ্রন্টের কমরেডরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড স্বপন রায় স্কুলজীবন থেকেই নানা সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। বেহালা উচ্চবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ গড়ে তোলার উদ্যোগের অন্যতম শরিক ছিলেন তিনি। ১৯৬৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাদেওয়ার পর সহপাঠীদের নিয়ে তিনি অধ্যয়ন নামে একটি পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এই সংগঠনটিকে ঘিরে নানা রকম পরিকল্পনা ও উত্তরোত্তর সংগঠন বিস্তৃতিতে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং এলাকার বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই সংগঠনের সাথে যুক্ত করেছিলেন। প্রয়াত কমরেড রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান এত বছর পরে আজও বিস্তৃতভাবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

৬০-এর দশকের মাঝামাঝি তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন এবং তদানীন্তন কলকাতাজেলা সম্পাদক কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সাথে পরিচিত হন। এক সময় কিছুদিনের জন্য তিনি বেহালা অবিভক্ত আঞ্চলিক কমিটির দায়িত্ব পান। এরপর দলের নির্দেশে তাঁকে সরশুনা এলাকায় যুক্ত করা হয়। এখানেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কমরেড স্বপন রায় কতকগুলি দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কঠোর পরিশ্রমী। সংগঠন বিস্তার নিয়ে তিনি নিজে যেমন স্বপ্ন দেখতেন, তেমনই অন্যদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত করতে পারতেন। যে কোনও জায়গায় তাঁর উপস্থিতি ছিল আনন্দদায়ক, প্রাণবন্ত ও উৎসাহজনক।

২৫ এপ্রিল বেহালা-পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণসভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড স্বপন রায় লাল সেলাম

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে রাজ্য সম্পাদকের চিঠি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ মে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে নিচের চিঠিটি পাঠিয়েছেন।

এ রাজ্যে তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনি নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করার পরেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হিংসা, ঘর জ্বালানো, লুঠ ও হত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে।

আমরা মনে করি, বিগত কয়েক মাস ধরে, বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে বিভিন্ন দলের নেতাদের লাগাতার প্ররোচনামূলক বক্তব্য ও হুমকির বিষাক্ত ফল এই নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক হিংসা। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে উপর থেকে সরকারের আবেদন বা শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপের দ্বারাই হিংসা বন্ধের চেষ্টা কার্যকর হবে না। তাই স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সমাজসেবী সংগঠন, ক্লাব, এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে 'নাগরিক কমিটি' গঠন করে প্রশাসনের সহযোগিতায় হিংসা বন্ধ করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আশা করি, আপনি এ বিষয়ে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সাথে সাথে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে লোকাল ট্রেন বন্ধ করার যে ঘোষণা করা হয়েছে, তার ফলে যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সে সম্পর্কেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমত, ট্রেন বন্ধ হলেও যেহেতু সরকারি-বেসরকারি অফিস সহ নানা ক্ষেত্রে কাজ চালু রয়েছে, তাই যাঁরা অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে আসছেন, তাঁদের অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে বাসে বা অন্য পরিবহণে ভিড়ে ঠাসা অবস্থায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। যে সংক্রমণ প্রতিরোধের কারণে ট্রেন বন্ধ করা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় অন্যান্য পরিবহণে সেই পারস্পরিক দূরত্ববিধি না মানায় সংক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় আমাদের প্রস্তাব, সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে সীমিত সংখ্যায় হলেও লোকাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা সহ অন্যান্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও করোন সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

দ্বিতীয়ত, লোকাল ট্রেন বন্ধ হওয়ায় রেল-হকার, বিপুল সংখ্যক গৃহ-পরিচারিকা ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মহীন এই মানুষদের বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, মাস্ক-সাবান-স্যানিটাইজার ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

একের পাতার পর

ওষুধ মজুত রাখার ব্যবস্থা করা এবং দ্রুতগতিতে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা। এই কাজগুলি গুরুত্ব দিয়ে করা দূরের কথা, করোনার প্রথম ঢেউ একটু থিতিয়ে আসতে না-আসতেই মোদি সরকারকে 'অতিমারি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে' বলে প্রায় উদ্বাহু নৃত্য শুরু করতে দেখা গেল। এমনই তাঁদের দায়িত্বশীলতা যে, ২৮ জানুয়ারি দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের সভায় নরেন্দ্র মোদি বুক ফুলিয়ে সে কথা ঘোষণাও করে দিলেন! এই পরিস্থিতিতে মানুষ ভেবেছিল, অতিমারি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি ভিত্তিতে টিকা উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে, প্রয়োজনে বিদেশ থেকে আমদানি করবে এবং বিনামূল্যে দেশের সমস্ত মানুষকে টিকার আওতায় আনার ব্যবস্থা করবে। বাস্তবে দেখা গেল, দেশের কতটা প্রয়োজন সে হিসাবের ধার না ধেরে মোদি সরকার ব্যস্ত অন্য দেশে টিকা রপ্তানি করে নিজেদের দাপট দেখানোর প্রচেষ্টায়। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন টিকার জন্য হাহাকার শুরু হল, তখন দেখা গেল দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকা তো নেই-ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজে কোনও উদ্যোগ না নিয়ে একটিমাত্র বেসরকারি কোম্পানির ওপর নির্ভর করে বসে রয়েছে এবং ১৮ বছরের ওপরে সকলের টিকাকরণের সম্পূর্ণ দায় চাপিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারগুলির ওপরে। অথচ রোগ ছড়াবার প্রথম দিকে রাজ্যগুলি যখন নিজেদের প্রয়োজনীয় টিকা নিজেরাই কিনে নেওয়ার অনুমতি চেয়ে বারবার কেন্দ্রের দ্বারস্থ হচ্ছিল, তখন কিন্তু মোদি সরকার তাদের সেই অনুমতি দেয়নি। হাসপাতাল তৈরি কিংবা চিকিৎসক সংখ্যা বাড়ানো দূর অস্ত, মোদি সরকার করোনা রোগীদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকুর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেনি। আসন্ন দ্বিতীয় ঢেউয়ে কোভিড রোগীর সংখ্যা বাড়লে কী পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হবে এবং তা জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা, সেই হিসাবটুকুও না করে অপদার্থ মোদি সরকার গত বছরের এপ্রিল থেকে এ'বছরের জানুয়ারির মধ্যে অক্সিজেন রফতানি অবলীলায় ৭০০ শতাংশেরও বেশি বাড়তে দিয়েছে। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরছে মানুষ। হাসপাতালের পথে দম বন্ধ হয়ে এলে স্বামীর মুখে ফুঁ দিয়ে স্ত্রীর অক্সিজেন জোগানোর মরিয়া চেষ্টার গা-শিউরানো ছবি ভাইরাল হয়েছে। অতিমারি-আক্রান্ত নাগরিকদের সম্বন্ধে দেশের সরকারের এই উদাসীনতা ও ক্রিমিনালসুলভ অবহেলা— এ অপরাধ তো ক্ষমার অযোগ্য!

এর ওপর অতিমারির এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পাঁচটি রাজ্যে হয়ে গেল বিধানসভা নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে তা অনুষ্ঠিত হল একটি-দুটি নয়, আটটি দফায়! সরকারি গদি দখলে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির তাবড় নেতারা প্রায় প্রতিদিন রাজ্যে অসংখ্য সভা-সমাবেশ, রোড শো, জমায়েত করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন। এ নিয়ে দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষ শুধু নয়, একের পর এক হাইকোর্টের বিচারপতিরা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দিল্লি হাইকোর্টের এক বিচারপতি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে মন্তব্য করেছেন, "দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা চান, মানুষ মরে যাক" (আনন্দবাজার, ২৮ এপ্রিল, '২১)। বিদেশের খ্যাতনামা সংবাদমাধ্যমগুলিতে পর্যন্ত মোদি সরকারের এই অবিবেচক ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ কেন্দ্রের মোদি সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতা ও দেশ চালানোর অযোগ্যতা প্রকট করে দিয়ে গেল। দেখিয়ে দিয়ে গেল দেশবাসীর প্রাণের কোনও মূল্যই বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সহযোগীদের কাছে নেই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভোটবাক্স ভরাতে তাঁরা যতখানি উদ্যোগী-উৎসাহী, রোগগ্রস্ত, বিপদাপন্ন, অসহায় দেশবাসীর চরম বিপদের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে ততখানিই অনীহা তাঁদের। এই অবস্থায় গোটা দেশ জুড়ে বিপন্ন মানুষ আওয়াজ তুলছে— অবিলম্বে জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে অতিমারি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। যেমন করে হোক অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওষুধ, অক্সিজেন ও টিকার বন্দোবস্ত করতে হবে। তা না হলে অবিলম্বে পদত্যাগ করুক অপদার্থ এই মোদি সরকার।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র বীরভূমজেলা কমিটির সদস্য, রামপুরহাট লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আতাহার রহমান কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ২৪ এপ্রিল দুপুরে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। এই আকস্মিক দুঃসংবাদ পৌঁছানো মাত্র রামপুরহাট সহ জেলার সর্বত্র দলের কর্মী-সমর্থক-দরদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা গভীর শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন।

কমরেড আতাহার রহমান ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রয়াত সংগঠক কমরেড মনসুর আহমদের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও নেতা-কর্মী-সংগঠকদের আবেগময় সান্নিধ্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং দলের সাথে একাত্ম হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মানবদরদী ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রখর যুক্তিবাদী মন দলের আদর্শের মহত্বকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং জীবনে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। তখন থেকেই ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও শৃঙ্খলার সাথে পালন করতেন। পড়াশুনা ও তত্ত্ব চর্চার প্রতি আগ্রহ ছিল খুবই। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁর পরিবার অনেকটাই পার্টি পরিবারের রূপ নেয়, যেখানে দলের নেতা-কর্মীদের অবারিত দ্বার।

ঐতিহাসিক ভাষা শিক্ষা আন্দোলন, মাধ্যমিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক আন্দোলনে জেলা ও রাজ্যস্তরে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। দলের বিভিন্ন গণআন্দোলনে রাজ্য, জেলা ও স্থানীয় স্তরে সংগঠক ওনেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতেন, তারই সাথে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। রামপুরহাট শহরে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত ফ্রি কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে পড়াশোনা ছাড়াও মনীষী চর্চা, নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁরই থাকত মুখ্য ভূমিকা। রামপুরহাট এলাকায় নাটক সহ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। পরিবারের মধ্যে থেকেও শুধু পার্টি কমরেডই নয়, সাধারণ মানুষেরও যে কোনও প্রয়োজনে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন। অনেক মানুষের তিনি ছিলেন অভিভাবক স্বরূপ।

কমরেড রহমানের সদাহাস্যময় দিলখোলা হৃদয় সকলের প্রতিই ছিল অকৃত্রিম ভালবাসায় পূর্ণ। আত্মম্ভরিতা, নিজেকে জাহির করার প্রবণতা তাঁর একেবারেই ছিল না। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তাঁর উন্নত মনের সংস্পর্শে যিনিই আসতেন তিনিই আকৃষ্ট হতেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর চরিত্রের চিরস্থায়ী ছাপ পড়ত। ছাত্রবৎসল ছিলেন খুবই। দূর থেকে দেখা হলে তারা কখনও আগে কুশল বিনিময়ের সুযোগ পেত না। ছোটদের অশেষ স্নেহের পরশে ভরিয়ে দিতেন। তাদের সাথে শিশুসুলভ মন নিয়ে মিশতেন। ব্যক্তিগত দুঃখ-ব্যথা-কষ্ট তাঁর জীবনে কখনও স্থায়ী হত না। ছোটদের গুণের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এমন অনেক বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন কমরেড আতাহার রহমান।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে দল হারাল উচ্চ মানবিক গুণসম্পন্ন এক বড় মাপের সংগঠককে, এলাকার সর্বস্তরের মানুষ হারালো তাদের অতি প্রিয় এক মানুষকে।

কমরেড আতাহার রহমান লাল সেলাম

মুখ্যমন্ত্রীকে মহিলাদের ডেপুটেশন

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে ভ্যাক্সিন দেওয়া, বিনামূল্যে কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা বাড়ানো, উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ সেফ হোমের সংখ্যা বাড়ানো, অক্সিজেন সরবরাহ ও উন্নত পরিকাঠামো যুক্ত হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো প্রভৃতি দাবিতে ৩০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পাঠকের মতামত

ভেবে দেখুন

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সংবাদমাধ্যমে সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘শুধু স্ট্যালিন কপচালে হবে না,’ বলেছেন তাঁর দলের নেতারা বলেন তারা নাকি ভোটের জন্য রাজনীতি করেন না।’

দুটো কথাই ভুল। সিপিএম বহুদিন থেকেই লেনিন-স্ট্যালিনকে পরিত্যাগ করেছে। আর তারা শুধু ভোটের রাজনীতিই করে। তারা বুকস্টলে লেনিনের বই বেচেন কিন্তু কর্মীদের শেখান কিভাবে ‘তিনু’দের হারাতে হবে। জল ছাড়া মাছের যেমন অবস্থা, গদি ছাড়া সিপিএমেরও তাই। ছটফটিয়ে যাচ্ছে, কবে গদি পাবে!

নিজের পায়ের তলার মাটি কোপাতে নেই। একদা সিপিএম দাঁড়িয়ে ছিল যে বামপন্থার মাটির ওপর, তা তারা কুপিয়ে ফেলেছে ডানপন্থার হাত ধরে।

২০১৬-তে কংগ্রেসের সাথে জোট। কোন কংগ্রেস? যে কংগ্রেস হিন্দু ভোট জোগাড়ে রাজীব গান্ধীর আমলে বাবরির তালা খুলে রামপুজোর অনুমতি দিয়েছিল। তাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলেছে সিপিএম। যে কংগ্রেস বামপন্থী কর্মীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস থেকে গুলি কিছুই বাদ দেয়নি, তাকে ‘বামফ্রন্টে’র শরিক করেছে সিপিএম। জোটের স্বার্থে।

আর গ্রামবাংলার যে সব মাটি কামড়ে লড়ে যাওয়া সিপিএম কর্মী ছিলেন, সাজানো কেসে জেল খেটে এসে কংগ্রেসী বোমায় মৃত ভাইয়ের সংবাদ শুনেও যে লাল পতাকা ধরে ছিল তাকে বাধ্য করেছে কংগ্রেসের ঠিক করে দেওয়া প্রার্থীকে ভোট দিতে। জোটের স্বার্থে।

সিপিএম গদির নেশায় বুঁদ হয়ে ভুলেই গেছিল নেতারা বিপ্লব করেন না, করে কর্মী, করে জনগণ। ফলে নিচুতলার সাপোর্টারদের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা কর্মীরা ফিরিয়ে দেবেন না?

এক ভাইজান, যে আপদমস্তক মৌলবাদী, নুসরাত জাহান মন্দিরে গেছিল বলে যে গাছে বেঁধে পেটাতে চায়, তাকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করে, ঘাড়ে মুখে চুমু খেয়ে মোর্চা গড়লেন। ধর্মনিরপেক্ষতা? আর কত দেউলিয়াপনা করবেন? ৩৪ বছর কী এমন মার্কসবাদ দিলেন বাংলাকে, কর্মীদের, যে বিজেপি দেখলে অর্ধেক সিপিএম হিন্দুত্ববাদের ভক্ত হয়ে যায়?

কারণ শ্রেণি-ভাবনার জায়গায় এসেছে জয়ের শ্লাঘা। একচ্ছত্র জয়ের আত্ম-দম্ভ নিয়ে তাদের লোকাল কমিটি দেখাল রিগিং। বুথ দখল। মানুষ কংগ্রেসের পর আবার দেখল সন্ত্রাস। ‘লাল’ পতাকার নামে সন্ত্রাস। নুন দিয়ে পুঁতে দেওয়া হল বিরোধীর দেহ। তৈরি হল নেতাদের মিনারের মতো বাড়ি। ‘প্রলেতারিয়েত’ নেতার ছেলে হল শিল্পপতি। বাড়ল টাকা। বাড়ল মধ্যবিত্ত চেতনার অনুপ্রবেশ। গলায় পৈতে নিয়ে পৈতৃক সম্পত্তির, আর বংশের রোয়াবে মার্কসের ছবির পাশেই এলো মা কালী, একসাথে ধূপ দিতে দিতে নিচু জাতের উপর খবরদারি করে এক নতুন পলিটিক্স ছাঁচ বানাল সিপিএম। যেখানে মুসলমানরা বাড়ির বাইরে ভাই, বাড়ির ভেতর অশ্লীল ইঙ্গিতে চিহ্নিত। বাউরিদের কাঁধে হাত থাকলেও, বামুন বাড়িতে চা খেলে প্লেট ধুয়ে দিতে বলায় প্রশ্রয় দেওয়া হল। শুদ্ধ বিচারে তাঁরা উপরতলার লোক হতে থাকল অথচ মানুষ জানল না তাঁদের অন্তরে কত ঘৃণা আর বিদ্বেষ প্রোথিত রয়েছে। বোকা ‘প্রলেতারিয়েত’ তাদের আহাম্মকি ধরতে পারল না। একটা শ্রেণি, শ্রেণির ঊর্ধ্বে উঠে ক্ষমতা, টাকা, চাকরি আত্মসাৎ করতে লাগল। মিডিয়ার রমরমি না থাকায় তা জানল শুধু পাশের বাড়ি। কী করে ম্যানেজিং কমিটি বদলে গেল এসএসসি-তে। কেউ জানল না, তবু একদল জমি বাগালো রাজারহাটে। অজান্তেই চালু হয়ে গেল সিন্ডিকেট।

শিক্ষা এবং ইন্টেলেকচুয়ালিজম এর একটা মোড়ক সামনে রেখে আড়ালে লাইসেন্স পেল সুদীপ্ত সেন। লোক ধরে স্বাস্থ্য বিভাগে, পূর্ত বিভাগে চাকরি পেল মামা, কাকা, বৌদিরা। জানল শুধু সে আর ওই লোকটুকু। কারণ তারা এই আর্ট খুব ভাল জানত। এখন ওই সিপিএম, ওই লোকাল কমিটির ঝানু এবং সুবিধাবাদী কালী, শিব ও লেনিন ভক্ত সিপিএম পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে দেখি। এতদিন জানত না লেনিন খায় না মাথায় দেয়। তবে জাত জানত। বংশ খুব ভাল করে চেনাতে জানত। মেয়েদের চৌহদ্দি ঠিক করে দেওয়া মৌলবাদী সিপিএম আজ বিজেপিতে। নারী স্বাধীনতা ওঁদের কাছে ততদূর সফল যতটা তাঁরা ঠিক করে দিয়েছে। কার্ল মার্কসকে কলুষিত করে সাভারকারের হিন্দুত্বের রক্ত মিশে আছে এদের শরীরে। গোয়েবলস আর এমন কী! এই সিপিএম তাঁর সঠিক দল পেয়েছে এত দিনে। আমি অবাক হচ্ছি না। এর থেকেই বোঝা যায়, বিমান বাবুদের স্ট্রাটেজি ফেলিওর।

আসলে কী জানেন তো, ভোটে জেতার রাজনীতিই হয়েছে, বামপন্থার চর্চা হয়নি। বামপন্থার যে বেসিক আদর্শগুলো কর্মীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, ভোটে জেতার টেকনিক ঢোকাতে গিয়ে সে-সবের দফা রফা হয়ে গেছে। গদিতে থাকাকালীন যেভাবে বামপন্থা বুঝিয়ে মানুষকে দলে টানার কথা ছিল, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন জনগণ গড়ে তোলার কথা ছিল, সেখানে তা না করে গদি টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য দলের মানুষকে সিপিএমে টেনেছেন কী বলে,— ‘ওসব ছোট দলকে ভোট দিয়ে কী হবে, জিতবে? ভোটটাই নষ্ট। কিছু দিতে পারবে, একটা চাকরি হবে, কী লাভ?’

ফলে ২০১১র পরাজয়ের পর আপনারা ভোটারদের ‘লাভ’ প্রোভাইড করতে পারেননি, কর্মীরা ‘লাভ’ যেদিকে দেখেছে সেদিকে গেছে। সহজ ইক্যুয়েশন।

এই ২ মে তারিখের আগেও অনেক সিপিএম কর্মী আমাকে বলেছেন, ‘এখন অত আদর্শ নিয়ে টিকে থাকা যায় না’। এখানেই আপনারা শেষ করেছেন কমরেড। এখানে একজন তৃণমূলী তোলাবাজের সাথে আপনার কোনও বেসিক পার্থক্য থাকছে না।

নীতি-আদর্শ-গণআন্দোলন কিচ্ছু না, ক্ষমতা না থাকলে সে দল করে লাভ নেই— এই সুত্র আপনারাই লালিত হতে সাহায্য করেছেন। এখন আজকের ফলাফলের পরে আপনাদের এই সুত্রের ওপর দাঁড়িয়ে ২৬-এর বিধানসভার কথা ভেবে নিজেদের বুকে হাত দিয়ে দেখুন তো, বুক শুকিয়ে যায়নি?

আরেক দল আছে যারা ভেবেছিল ২১-এ রাম, ২৬-এ বাম। তাদের জন্য করুণা করতেও লিটারেলি করুণা হয়। ২৬-এ ফেরার স্বপ্ন চোখে নিয়ে এই বীরপুঙ্গবরা চুপ করে বিজেপিকে ভোট দিয়ে এসেছেন। নৈতিক দেউলিয়াপনা বাদ দিলাম, অবাক হই সিপিএমে এত পোড়খাওয়া রাজনীতিক থেকেও এতটা মাথামোটা প্রোডিউস হয় কী ভাবে?

এত কথা বলছি, কেন জানেন? সিপিএম বিরোধী হয়েও যখন দেখি ৪৬ বছর পর প্রথম বামশূন্য বিধানসভা গঠিত হয় তখন কষ্ট হয়। এই ফলাফলের পর যখন দেখি এসএফআই-এর জন্য জান লড়িয়ে দেওয়া বন্ধুর চশমা ঝাপসা হয়ে যায় তখন কান্না পায়।

কিন্তু এটুকু বিশ্বাস রাখি সিপিএমের যে এখনও ৩ শতাংশ ভোট আছে তা বামপন্থার ওপর মানুষের আস্থার জন্যই আছে। রাতে মেয়েকে বাড়ি পাঠাতে হলে বামপন্থীদের সাথে পাঠালে এখনও নিশ্চিত বোধ করে।

ফলে বামপন্থীরা সকলে ভোটের ভাবনা ছেড়ে কাবিল হওয়ার জন্য পড়াশোনাটা করি, কামিয়াবি এমনিই চলে আসবে। কারণ আমরা জানি বামপন্থা ছাড়া বাঁচবার পথ নেই, বাঁচাবার পথ নেই। ইনকিলাব দীর্ঘজীবী হোক!

নবনী চক্রবর্তী
পুরুলিয়া

জীবনাবসান

বর্ধমান শহর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড প্রদ্যোৎ কুমার নন্দী জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে ১৯ এপ্রিল দুপুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

ষাটের দশকে কমরেড প্রদ্যোৎ নন্দী সরকারি চাকরি করতে করতে বর্ধমান রাজ কলেজে (সান্ধ্য বিভাগ) পড়তেন। সেই সময় বর্ধমানে কংগ্রেসের প্রবল প্রতাপের মধ্যেও দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিয়মিত যেতেন ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। থাকার জায়গার অভাবে বহু সময় তাঁকে কলেজের সামনে পুকুরের পাড়ে সিমেন্টের চেয়ারেই রাত কাটাতে হত। সব সময় খাওয়াও জুটত না। এই সময় তাঁর সাথে কমরেড প্রদ্যোৎ নন্দীর পরিচয় হয়। বর্ধমান শহরে ছাত্রদের মেসে অন্যান্যদের সাথে কমরেড প্রদ্যোৎ নন্দীও প্রভাস ঘোষের আলোচনা শুনে আকৃষ্ট হন ও ডিএসও-র কাজ শুরু করেন। সেই সময় বর্ধমান রাজ কলেজের ছাত্র সংসদে ডিএসও জয়ী হয়। কমরেড প্রদ্যোৎ নন্দী তাঁর বোনকেও দলের সাথে যুক্ত করেন। গুসকরা কলেজেও ডিএসও সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়।

পরবর্তী সময়ে কমরেড নন্দী সহ কিছু ছাত্র কর্মী এবং শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে বর্ধমানে দলের কাজ শুরু হয়। বর্ধমান শহরে বেশ কিছু ক্লাবের ছেলেদের তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত করেন। কমরেড নন্দী বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। জীবনের বহু উত্থান-পতন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও পার্টি নেতৃত্বের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়েও তিনি দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করতেন। নিয়মিত গণদাবী, কমরেড শিবদাস ঘোষের বই ও অন্যান্য বই পড়তেন। এই বয়সেও তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

ছোটদের প্রতি বিশেষ করে যারা বিপ্লবী আন্দোলনে দায়িত্ব পালন করছে তাদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর স্নেহ-ভালবাসা। সবসময় চাইতেন ছোটরা সংগঠনের দায়িত্ব নিক। তিনি সানন্দে ছোটদের নেতৃত্বে কাজ করতে পারতেন। এই বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি প্রতিমুহূর্তে কাজের খোঁজ নিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন পুরনো দিনের প্রবীণ কমরেডকে হারাল।

কমরেড প্রদ্যোৎ কুমার নন্দী লাল সেলাম

পায়রাটুঙ্গি খাল সংস্কার এবং পাকা রাস্তার দাবি কৃষক সংগ্রাম কমিটির

তমলুক ব্লকের অন্যতম প্রধান জলনিকাশি ব্যবস্থা পায়রাটুঙ্গি খাল। দীর্ঘদিন এই খালটি পূর্ণ সংস্কার না হওয়ায় এলাকার গভীর অঞ্চলে জল জমে থাকে, অন্যদিকে চাষের জলের ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়। প্রশাসনের কাছে বারবার এই খাল সংস্কারের দাবি জানিয়ে এসেছে জনসাধারণ। এই খালটির সংশ্লিষ্ট নাসা খালগুলো প্রায় মজেগেছে। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। অবিলম্বে এই খালগুলি পুর্ণ সংস্কার, পিপুলবেড়িয়া-২ অঞ্চলের কেলোমাল হাইস্কুল থেকে সাতকালুয়া, শ্রীরামপুর হয়ে বহিচাড় গ্রামের হাইত পাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে ২২ এপ্রিল তমলুক বিডিও-কে দাবিপত্র দিল কৃষক সংগ্রাম কমিটি। নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক শশাঙ্ক আদক, শিক্ষক শম্ভু মান্না, সৌরভ মাইতি, অভিজিৎ মাইতি, সুদর্শন সামন্ত প্রমুখ। বিডিও বিষয়গুলির সাথে সহমত পোষণ করে আগামী দিনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মোদিজি, সেন্ট্রাল ভিস্টা নয় আগে মানুষকে বাঁচান

করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ তছনছ করে দিচ্ছে সারা দেশকে। আক্রান্ত রোগীর ঠাঁই হচ্ছে না হাসপাতালে, বেড নেই। এ হাসপাতাল, ও হাসপাতাল ঘুরতে ঘুরতে রাস্তাতেই রোগী ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। সামান্য অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। শ্মশানগুলোতে মৃতদেহের সারি দীর্ঘ। চিতার আগুন নিভছে না। গণচিতা জ্বলছে। কোথাও দাহ করতে না পেরে দু'দিন, তিনদিন রাস্তাতেই পড়ে থাকছে মৃতদেহ, কোথাও কুকুরে খুবলে নিচ্ছে মৃতদেহের মাংস। অতিমারির এক নির্মম, দুর্বিষহ চিত্র।

কথিত আছে, রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আর এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন শ্বাস নিতে পারছে না, মৃত্যুমিছিল চলছে, তখন ভারতের 'সম্রাট' হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে রাজধানী সাজাচ্ছেন। দেশের সব নাগরিককে ভ্যাক্সিন দিতে রাজি নয় সরকার, কারণ নাকি টাকার অভাব। অথচ রাজধানীর কেন্দ্রে নতুন সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর বিলাসবহুল প্রাসাদ সহ তৈরি হবে অট্টালিকার সারি। প্রাথমিক বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে শেষ পর্যন্ত এই খরচ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬০ হাজার কোটিতে। কতটা অমানবিক, নির্মম হলে এভাবে জনসাধারণের টাকা জনস্বার্থে ব্যবহার না করে, এক ব্যক্তির দম্ভ, উচ্চাশা পূরণে ব্যবহার করা যায়! ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করতে খরচ হয় ৩০-৩৫ কোটি টাকা, ২০০ কোটি টাকা খরচ করলে ১৬০টিরও বেশি অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি করা যায়। যা এই মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোভিড আক্রান্ত হাজার হাজার মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু এগুলো গুরুত্বহীন ভেবেই হয়ত সরকার 'অত্যাবশ্যকীয়' কাজের তকমা দিয়ে দ্রুত বানাচ্ছে 'সেন্ট্রাল ভিস্তা'!

দিল্লিতে করোনা প্রতিরোধের জন্য কারফিউ জারি হয়েছে। ঘরের বাইরে বেরোতে পারবে না সাধারণ মানুষ। সব কাজ বন্ধ। হায় রে ভারতবাসী! দমবন্ধ হয়ে মরতে বসা মানুষের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা নয়, করোনা অতিমারির মধ্যে কারফিউ চলতে থাকা দিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তার কাজ নাকি অত্যাবশ্যকীয়! এ কাজ কি এতটাই জরুরি? যে সংসদ ভবন আছে, তা কি কাজের অযোগ্য হয়ে গেছে? জনসাধারণের সর্বনাশের ব্লু-প্রিন্ট তৈরিতে কি এতোই অসুবিধা হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রীর কি থাকার জায়গার অভাব হচ্ছিল? একদিকে করোনার থাবায় অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়ে পথে বসেছে, আর একদিকে সারা দেশের আকাশে বাতাসে স্বজন বিয়োগের আর্তনাদ, হাহাকার— এই কি রাজধানী সাজানোর উপযুক্ত সময়?

এই নির্মমতা ইতিহাস কখন ক্ষমা করবে না। মৃত্যুস্তূপের উপর গড়ে ওঠা এই সৌধ এক নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্বের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে। দেশজুড়ে সহৃদয় বিবেকবান মানুষের, প্রিয়জনের চিতার আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষের তীব্র ঘৃণা, ধিক্কার আজ বর্ষিত হচ্ছে। আগে মানুষকে বাঁচাও। মানুষ না থাকলে ওই সেন্ট্রাল ভিস্টার কী মূল্য?

এখনই এক মাসে কর্মহীন ৭৫ লাখ

গত বছর এপ্রিল-মে মাসে লকডাউনে কাজ হারিয়ে দলে দলে পরিযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের রাজ্যে ফেরার করুণ ছবি দেখেছিল দেশবাসী। এক বছর পর সেই এপ্রিল মে মাসেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির চরম অবহেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। গত বছর গাড়ি-বাস-ট্রেন না পেয়ে পায়ে হেঁটে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের। মাঝরাস্তায় প্রাণ হারানোয় বাড়ি ফেরা হয়নি অনেকের। এবারেও সেই একই পরিস্থিতি মধ্যে পড়ার ভয়ে ইতিমধ্যে শহর ছাড়তে শুরু করেছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। ইতিমধ্যেই দেশে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ ৪ লক্ষের গণ্ডিপার করেছে।

করোনার জেরে আবার ঊর্ধ্বমুখী বেকারত্বের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কেরালা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আংশিক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। দিল্লিতে প্রশাসন নাইট কার্ফু জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে দু'সপ্তাহ লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই) সমীক্ষায় জানা গেছে, গত বছরের মতো সরকারিভাবে দেশে এখনও লকডাউন জারি না হলেও ইতিমধ্যেই দেশে গত এক মাসে ৭৫ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার যেখানে গত একমাসে ৯.৭৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে সেখানে গ্রামাঞ্চলের উঠেছে ৭.১৩ শতাংশ। যার জেরে দেশে বেকারত্বের হার গত চার মাসের মধ্যে ৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে (সূত্র: এই সময় ৪.৫.২১)।

রেটিং সংস্থা ইস্ক্রা'র মতে ক্ষুদ্রঋণ শিল্পে এপ্রিলে ঋণ আদায় কমেছে ৮-১০ শতাংশ। এই ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকেই ঋণ নিয়ে থাকেন। ফলে তাদের রোজগার বন্ধ হলে ঋণ শোধের আশঙ্কায় পড়বেন তারা।

ভয়াবহ বাজার সংকটে ধুঁকছে ক্ষুদ্র ব্যবসা। বাজারে মন্দা হওয়ায় বিভিন্ন ছোট মাঝারি ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত, কী করে শুধবেন তাঁরা ব্যাঙ্কের ঋণ? বাজারের অভাবে আর ঋণের বোঝায় ছোট ছোট কোম্পানি বন্ধ হচ্ছে। ছোট-বড় সব কোম্পানিতে চলছে কর্মী সংকোচন। অর্থনীতির কোনও পাঠ না পড়া মানুষও বুঝছেন, সাধারণ মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকমত না করে যদি সরকার লকডাউন জারি করার কথা ফের ভাবে, সে ক্ষেত্রে অনাহার অপুষ্টিতে মৃত্যু ঘটবে বহু মানুষের।

গোটা দেশ যখন অতিমারির আক্রমণে বিধবস্ত, ঠিক সেই সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মহা উৎসাহে তৈরি করছে ঝকঝকে এক নতুন রাজধানী— সেন্ট্রাল ভিস্টা। বর্তমানে যখন দেশের বেশিরভাগ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে টানাটানি চলছে তখন মানুষ আশা করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণের ঘোষণা করবে। কল কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী ছাঁটাই যাতে না হয় তা নিশ্চত করা। এই দুঃসময়ে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো কারণ শ্রমিকরা তাদের মালিকদের ঘরে কোটি কোটি টাকা এনে দিয়েছে। সরকারের দায়িত্ব ছিল দেশের ৯৯ শতাংশ জনগণের জীবন ও জীবিকা টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ নেওয়া অথচ সরকারের কোনও হেলদোল নেই। তাই প্রশ্ন জাগে এ দেশে আদৌ কি কোনও সভ্য সরকার আছে?

সি পি আই (এম) পার্টি কংগ্রেসে কমরেড প্রভাস ঘোষ

তিনের পাতার পর

সেই গৌরবময় অধ্যায়ের কথা, স্বাধীনতার পরপরই যেটা আমাদের দেশে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় বামপন্থী আন্দোলনে অনেকেরই রক্ত ঝরেছিল, অনেকেই প্রাণ দিয়েছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প হিসাবে বামপন্থীদেরই ভাবা হত। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতরকার বামপন্থী ধারার পথ বেয়েই এবং মহান স্ট্যালিন ও মহান মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে শক্তিশালী বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় জোর পেয়ে এদেশে বামপন্থী আন্দোলন বিকাশলাভ করেছিল। কিন্তু একদিকে আমাদের দেশে বামপন্থীরা একের পর এক গুরুতর বিচ্যুতি ও মারাত্মক ভুল করেছে যা জনগণের মধ্যে বামপন্থীদের সম্পর্কে অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের এজেন্ট হিসাবে সংশোধনবাদীরা স্ট্যালিনকে আক্রমণ করে শুধু স্ট্যালিনের অথরিটিই নয়, লেনিনের অথরিটিকেও খাটো (undermine) করার দ্বারা পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের জমি তৈরি করে সমাজতন্ত্র ধ্বংস করেছে।

কিন্তু আনন্দের কথা, পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে হাজার হাজার মানুষ আবার লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি হাতে রাস্তায় নামছে, সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি তুলছে। পাশাপাশি লক্ষণীয় যে, পুঁজিবাদের সংকট কাটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিশ্বায়নের স্কিম আনা হয়েছিল, তা সংকট দূর করার পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সংকটকে আরও তীব্র করেছে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ মন্দায় নিমজ্জিত রয়েছে, মৃতপ্রায় পুঁজিবাদকে এখন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে বলা যায়। এমন কোনও ডাক্তার নেই যে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে পারে। বাজার অর্থনীতি আজ উত্তরোত্তর বাজার সংকোচনের সম্মুখীন। জনগণের ক্ষোভও ফেটে পড়ছে নজিরহীনভাবে। আমেরিকা ইউরোপ সহ সব দেশেই গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। জনগণ নেতৃত্ব খুঁজছে। বিপ্লবের বাস্তব জমি বা অবজেকটিভ কন্ডিশন প্রস্তুত। সাবজেকটিভ কন্ডিশন অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের বৈপ্লবিক শিক্ষায় বলীয়ান সর্বহারা শ্রেণির দল দেশে দেশে এখনও অনুপস্থিত। শীঘ্রই হোক বা কিছু বিলম্বে, ইতিহাসের নিয়মেই এরকম দলের শক্তিশালী আগমন ঘটবেই।

কমরেডস, আমাদের দেশেও রাজনৈতিক সংকট যাই থাক, মানুষের বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ আমাদের চারদিকেই দেখা যাচ্ছে, এখানে সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ ফেটেও পড়ছে। আজ প্রয়োজন হল নেতৃত্বের, যা এগুলিকে পরিচালনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে। কারা সেই নেতৃত্ব দিতে পারে? যৌথভাবে বামপন্থীরাই কেবল সেটা পারে। সংগ্রামী আদর্শ ও উন্নত নৈতিকতার দ্বারাই আন্দোলনগুলিকে পরিচালনা করতে হবে।

আমাদের দল ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে বরাবরই ছিল, আজও তা আছে। অতীতে আপনারা ও আমরা ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনে একত্রে ছিলাম। কিন্তু ১৯৭৪ সাল থেকে আপনাদের দলের সাথে আমাদের ঐক্য নেই। আপনাদের দল যখন পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় সরকারে ছিল, তখন আমাদের সাথে মতপার্থক্য ছিল এবং জনগণের জ্বলন্ত ইস্যুগুলি নিয়ে আমরা আন্দোলনও সংগঠিত করেছি। আমাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল, বহু দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছিল। তবু সেই সময়ও আমরা সর্বভারতীয় স্তরে ও অন্যান্য রাজ্যে বাম ঐক্য গড়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি। এখন সেই অধ্যায় অতিক্রান্ত। যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনের আবেদন নিয়ে কমরেড প্রকাশ কারাট যেভাবে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য কলকাতা যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমরাও ইস্যুভিত্তিক যুক্ত আন্দোলনের প্রস্তাবে আন্তরিক সাড়া দিয়েছি। আমরা ঐক্য চাই ভোটে সুবিধা পাওয়ার জন্য নয়, জঙ্গি শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য। ঐক্যের মধ্যেও অবশ্যই আদর্শগত পার্থক্য থাকবে, এবং তাকে কেন্দ্র করে আদর্শগত সংগ্রামও হবে, তবে তা ঐক্য ও আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য, দুর্বল করার জন্য নয়। উন্নত আদর্শ ও সংস্কৃতির আধারে শ্রমজীবী মানুষের জঙ্গি শ্রেণি সংগ্রাম ও গণ সংগ্রামই আজকের চাহিদা।

শেষ করার আগে আমি মহান লেনিনের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে বলতে চাই, একটি সর্বহারা দলের শক্তি লোকসভায় সদস্য সংখ্যার মধ্যে নিহিত থাকে না, তা একমাত্র নিহিত থাকে শ্রেণিসংগ্রামের ও গণসংগ্রামের আগুনের মধ্যেই। আপনাদের সবাইকে লাল সেলাম।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

২৪ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

শিবপুর সেন্টারে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

ত্রিপুরার আগরতলায় দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

কেন্দ্রীয় অফিসে দলের প্রতিষ্ঠাদিবসের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

ধান কেনা ও রেশনের দাবিতে স্মারকলিপি

বোরো ও আমন ধান গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক কেনা ও করোনা পরিস্থিতিতে খেতমজুর ও গরিব মানুষদের পর্যাপ্ত রেশন দেওয়ার দাবিতে ২৭ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা খাদ্য ও কৃষি দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল কৃষক সংগঠন অল ইন্ডিয়া কিসান ও খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস)। এছাড়াও সারের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল-বিদ্যুতে ভর্তুকি দেওয়া, সমস্ত রকম কৃষি ঋণ মকুব, কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৃষি আইন বাতিল সহ ১০ দফা দাবি জানানো হয় স্মারকলিপিতে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন প্রবীর প্রধান ও সামসাদ খান।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র নদীয়া জেলা বর্ধিত কমিটির সদস্য কমরেড মুক্তিপদ ঘোষাল ২০ এপ্রিল সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। প্রয়াত কমরেড মুক্তি ঘোষাল বীরভূম জেলার বোলপুর থানার বড়ডিহা গ্রামের অত্যন্ত ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই গরিব মানুষের ঘরে ঘরে থাকতেন এবং তাঁদের সাথে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। ১৯৬৮ সালে বোলপুর কলেজে পড়াকালীন তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭১ সালের শেষ দিক থেকেই তিনি দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন থেকে আর পরিবারে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেননি। বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে মাঝে মাঝে যোগাযোগ হত। তখন ওই এলাকায় দলের কোনও আশ্রয় ছিল না, নিজেরও কোনও থাকা-খাওয়ার জায়গা ছিল না। অনাহার ছিল নিত্যসঙ্গী। এভাবেই বোলপুর-নানুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন তিনি দলের কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে দল তাঁকে দুবরাজপুর এলাকায় দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। সেখানেও তাঁর থাকা খাওয়ার কোনও সংস্থান ছিল না। দুবরাজপুর-খয়রাশোল ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে ঘুরে অমানুষিক পরিশ্রম করে সংগঠন গড়েতোলেন এবং সেখানে পার্টি অফিসও তৈরি করেন। মানুষের সাথে মেলামেশা এবং তাদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সততা, সাহসিকতা এবং অত্যন্ত দৃঢ়চেতা চরিত্রের মানুষ তিনি ছিলেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে দলের বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য হন।

২০০৩ সালে তিনি নদীয়া জেলায় আসেন। দীর্ঘদিন তিনি নদীয়া জেলা অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। রানাঘাট, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরে বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর কাজেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। শেষ কয়েক বছর তিনি স্বেচ্ছায় ফুলিয়া এলাকায় পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব নেন। দল তাঁকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে পালন করেছেন। আপাত অর্থে রুক্ষতার অন্তরালে ছিল তাঁর অত্যন্ত কোমল মন। পার্টির নেতা-কর্মী সহ পরিচিত জনদের প্রতি গভীর দরদবোধ কাজ করত। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বিপ্লবী সংগঠককে হারাল।

এদিন দুপুরে তাঁর মরদেহ কৃষ্ণনগরের পল্লীশ্রীর জেলা অফিসে আনা হলে দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল এবং জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্তের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। এছাড়াও দলের বিভিন্ন লোকাল কমিটি ও জেলার সমস্ত গণসংগঠন এবং বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি, বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটি, সিপিডিআরএস, হেলেন কেলার স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

কমরেড মুক্তিপদঘোষাল লাল সেলাম

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com